যায়যায়দিন

তারিখ 8 MAY 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সরকারি কর্মকর্তাদের কোচিং বাণিজ্য

বন্ধে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে

শিক্ষা একটি জাতির প্রাণশক্তি। শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা ছাড়া একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক প্রতিকূলতার মাধ্যমেও এ শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তা চলমান প্রক্রিয়ায় কী করে আরো সময়োপযোগী করা যায় তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্যোগ চলছে। কেননা একটি দেশের সার্বিক মূল্যবোধ অনেকটা নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূ করতে সাধ্যমতো প্রত্যেকটি নাগরিকের স্ব স্ব অবস্থান থেকে এগিয়ে আসা উচিত। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, সরকার শিক্ষাকে আরো আধুনিক করা ও উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশল ও পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কেউ যদি শিক্ষার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে নিজের স্বার্থকে হাসিল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তবে তা হবে জাতির জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করে এর আগেও যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, আর তা হলো কোচিং বাণিজ্য। কিন্তু সম্প্রতি এ কোচিং বাণিজ্য সম্পর্কিত যেসব তথ্য বেরিয়ে আসছে তা রীতিমতো সুশিক্ষার জন্য হুমকি ছাড়া আর কিছু নয়। জানা গেছে, কোচিং বাণিজ্যে বিভিন্নজনের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তারা জড়িত! ইতোমধ্যে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা ৬৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করেছে যারা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। তারা সবাই সরকারি বিধিমালা লঙ্ঘন করে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে মেতে আছেন। স্বয়ং যাদের তত্ত্বাবধানে ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তায় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আরো উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারত তাদের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। সরকারের বড় বড় কর্মকর্তারা যখন প্রসপেক্টাসে তাদের নাম পদবী তুলে দেন তখন ছাত্রছাত্রীরা কোচিংয়ে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ হন অন্যদিকে এত উপার্জন দেখে বিসিএস কর্মকর্তারাও কোচিংয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করেন। এভাবে যদি একে অন্যের মাধ্যমে উৎসাহিত হয় তবে কোচিং বাণিজ্য শুধুই সংক্রমিত হতে থাকবে।

কোচিংয়ের দৌরাত্ম্যে শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির অভিযোগ নতুন কিছু নয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ের দেয়া নোটনির্ভর হয়ে পড়ছে। সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হওয়া ছাত্রছাত্রীর জন্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ অন্যান্য পেশার লোকেরা কোচিং বাণিজ্য ও প্রাইভেট পড়ানো বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও তা আর ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এবার গোয়েন্দা অনুসন্ধানে অনেকের নাম বেরিয়ে এসেছে যারা কোচিং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তারা সরকারের বড় কর্মকর্তা।

আমরা মনে করি, উন্নত জাতি গঠনের স্বার্থে এখনই এর একটা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, কোচিং বন্ধ করা একটি সামাজিক আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এ বাণিজ্য রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তার এ বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। সঙ্গে আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদি সবার সচেতনতার পাশাপাশি সরকার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় তবে এ বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব। দেশের কোমলমতি শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে। কিছু মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা এভাবে বাণিজ্যের শিকার হতে পারে না। যেভাবেই হোক এ কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

দেশের কোমলমতি শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে। কিছু মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা এভাবে বাণিজ্যের শিকার হতে পারে না। যেভাবেই হোক এ কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।